



96836 - কতটুকু আমলরে মাধ্যমে নামাযরে ওয়াক্ত পাওয়া যায়?

প্রশ্ন

আমি ঘুম থেকে জেগে জোহররে নামায আদায় করছি। আমি দ্বিতীয় রাকাতে থাকা অবস্থায় মুয়াজ্জনি আসররে নামাযরে আজান দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার নামাযরে হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ফকাহবদি আলমেগণ এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষে হওয়ার আগে এক রাকাত নামায পড়তে পারল সে ব্যক্তি নামায পলে। যদি এক রাকাতরে চয়েও কম পরিমাণ পয়ে থাকে; তবে সে কি ওয়াক্ত পলে; নাকি পলে না- এই নিয়ে তারা মতভেদে করেছেন।

একদল আলমেরে মতে, শুধু তাকবীরে তাহরমি পাওয়ার মাধ্যমেই ওয়াক্ত পাওয়া যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষে হয়ে যাওয়ার আগে তাকবীরে তাহরমি উচ্চারণ করতে পারল সে ব্যক্তি নামায পলে এবং তার নামায আদায় হিসেবে গণ্য হবে; কাযা হিসেবে নয়। এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবরে অভিমত।

অন্য একদল আলমেরে অভিমত হল, পূর্ণ এক রাকাত না পলে ওয়াক্ত পাওয়া হল না। এটি মালকি ও শাফয়ে মাযহাবরে অভিমত। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এক রাকাত নামায পলে সে নামায পলে”। [সহি বুখারী (৫৮০) ও সহি মুসলিম (৬০৭)]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফজররে নামাযরে এক রাকাত পলে সে ব্যক্তি ফজররে নামায পলে। যে ব্যক্তি সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে আসররে নামাযরে এক রাকাত পলে সে ব্যক্তি আসররে নামায পলে।” [সহি বুখারী (৫৭৯) ও সহি মুসলিম (৬০৮)]

প্রথম মতাবলম্বীরা দলি দনে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসটি দিয়ে, যে হাদিসে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে আসররে নামাযরে এক সজেদা পলে সে ব্যক্তি যেনে নামায পূর্ণ করে। আর যদি কেউ সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজররে নামাযরে এক সজেদা পায় তাহলে সে যেনে নামায পূর্ণ করে”। [মুত্তাফাকুন আলাইহি] নাসাঈর বর্ণনাতএ এসছে- “সে নামায পলে”। তাছাড়া নামায পাওয়ার সাথে যদি নামাযরে কোন হুকুম সম্পৃক্ত হয়



সক্বেত্রেৰে ৰাকাত পাওয়া বা ৰাকাতৰে চয়েে কম পাওয়া উভয়টা সমান। যমেন- জামাত পাওয়া, মুসাফরি ব্যক্তি মুকীমৰে নামায পাওয়া। প্ৰথম হাদিসটি তাৰ মাফহুম দয়িে প্ৰমাণ কৰছে; আৰ মাফহুমৰে চয়েে মানতুক এৰ দললি অধিকি উত্তম।

[দখুন: আল-বাযি-এৰ ‘আল-মুনতাকা’ (১/১০), তুহফাহুল মুহতাজ (১/৪৩৪), আল-মুগনি (১/২২৮) ও আল- ইনসাফ (১/৪৩৯)।

শাইখ উছাইমীন (ৰহঃ) বলনে:

দ্বিতীয় মত হচ্ছে: এক ৰাকাত না পলেে নামায পাওয়া যাবে না। যহেতুে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: য়ে ব্যক্তি নামাযৰে এক ৰাকাত পলেে সয়ে নামায পলেে”। এই মতটাই সঠিকি। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়ি়াৰ মনোনীত অভিমত। কনেনা এ ব্যাপারে হাদিসৰে বাণী সুস্পষ্ট। হাদিসটিতে রয়েছে জুমলায় শারতয়ি়া **... مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ ...** অৰ্থ- য়ে ব্যক্তি নামাযৰে এক ৰাকাত পলেে সয়ে নামায পলেে)। এই হাদিসৰে মাফহুম হচ্ছে- য়ে ব্যক্তি এক ৰাকাতৰে চয়েেও কম পয়েছে সয়ে নামায পায়নি।

এ মতভদেৰে ভিত্তিতে অন্য পাওয়াগুলোও নৰিভৰ কৰে। যমেন- নামাযৰে জামাত পাওয়া: এটি এক ৰাকাতৰে মাধ্যমে পাওয়া যাবে? নাকি শুধু তাকবীৰে তাহরমি়াৰ মাধ্যমে পাওয়া যাবে? সঠিকি মত হচ্ছে- এক ৰাকাতৰে মাধ্যমে জামাত পাওয়া যাবে। যমেনটি সৰ্বসম্মতকিৰমে এক ৰাকাত নামায পাওয়ার মাধ্যমে জুমার নামায পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে এক ৰাকাত পাওয়া ছাড়া জামাত পাওয়া যাবে না। [আল-শারহুল মুমতী (২/১২১)]

যহেতুে মুয়াজ্জনি আসৰৰে আযান দয়োর আগে আপনি য়োহৰৰে প্ৰথম ৰাকাত নামায পড়ছেনে সুতরাং আপনি ওয়াক্তমত নামায আদায় কৰছেনে।

দুই:

ঘুমন্ত ব্যক্তিৰি ওজৰ গ্ৰহণযোগ্য। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগার পর নামায আদায় কৰা তার উপর ফরয হয়। আনাস বনি মালকি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসছে তিনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: য়ে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে গছে কহিবা নামায না পড়ে ঘুময়িে গছে এর কাফ্ফারা হল যখন তার স্মরণে পড়বে তখন নামায আদায় কৰা। [সহহি বুখারী (৫৭২) ও সহহি মুসলমি (৬৮৪)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আৰও বলনে: “ঘুমৰে ক্বেত্রেৰে অবহলো হসিবে ধৰ্তব্য নয়। অবহলো হল- য়ে ব্যক্তি নামায পড়ে না; এমনকি অন্য ওয়াক্তৰে নামায হায়রি হয়ে যায়। কৰাটো এমন হয়ে গেলে সয়ে যনে জগে উঠাৰ পর নামায আদায় কৰে নেয়ে।” [সহহি মুসলমি (৬৮১)]

আল্লাহ্ই সৰ্ব্বজ্ঞঃ।